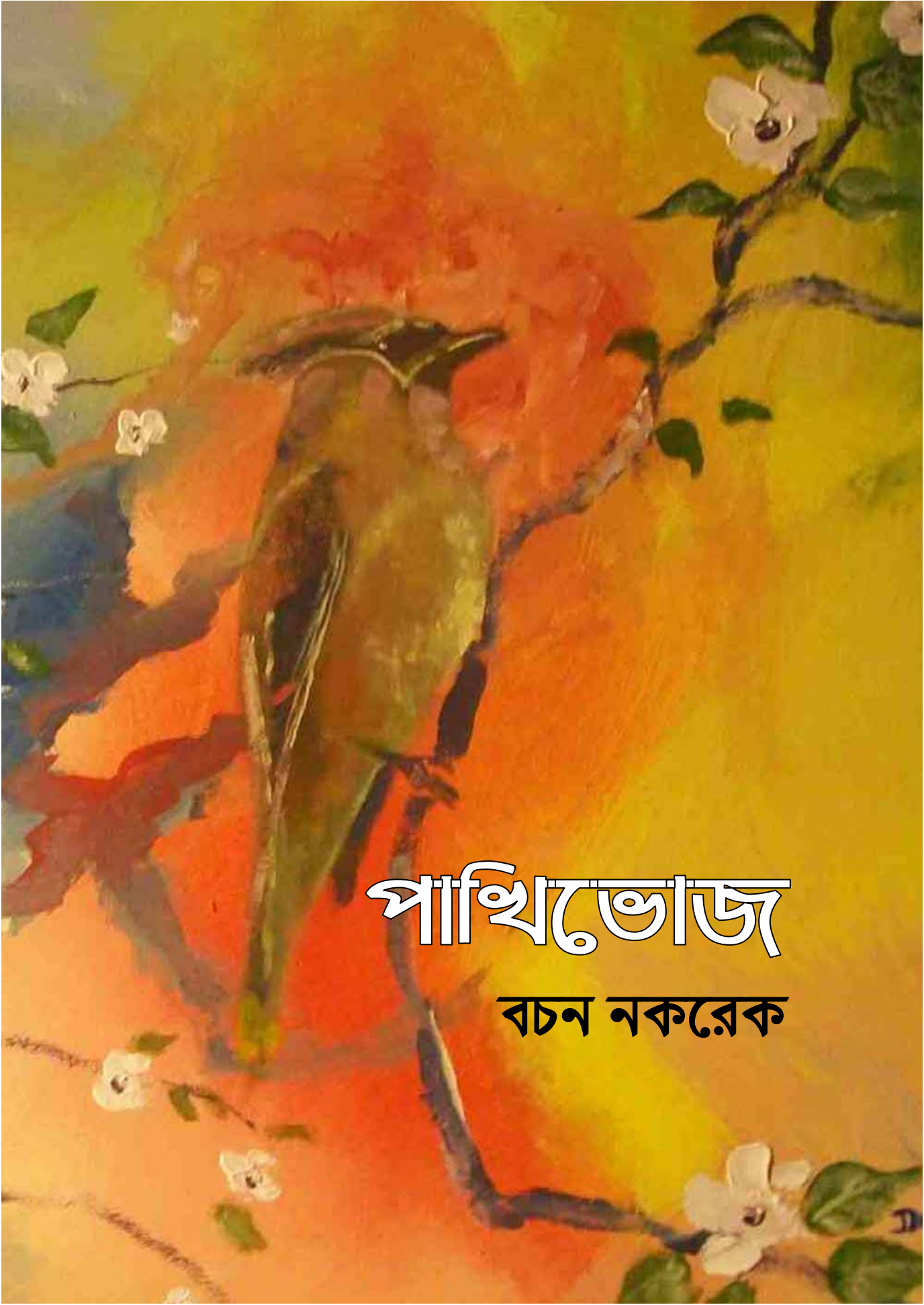


পাখিভোজ

বচন নকরেক

পাখিভোজ
বচন নকরেক



৯, পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ
email : marakbachan@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭৩৫৩৬৬৪০৭

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

উৎসর্গঃ
সোহেল হাসান গালিব
পরাগ রিছিল
ও
মিঠুন রাখসামকে

পূর্ব প্রকাশিত বইঃ
ইচ্ছেবন ইচ্ছে পাহাড়
ইচ্ছে পাহাড়ের মেয়ে
অনেক মৃত্যু আগে
জলটঙ (ই- বই)

পাখিভোজ
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
বচন নকরেক

ই-বুক প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৪
ফাল্গুন, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

পাখিভোজ প্রসঙ্গ

বচন নকরেক। বাংলা ভাষায় কবিতা লেখেন। বাংলাদেশে থাকেন। তুমুল আন্তরিকতায় নিবিড়ভাবে কবিতাচর্চা করে চলেছেন তিনি। তার কবিতার সারল্য ছুঁইয়ে যায় সহজেই। সাম্প্রতিক এই বইটির ৫০ টি কবিতায় বচন নকরেক তার জীবনযাপনকেই, বেঁচে থাকাকেই অন্তহীন বাজনার আবহে আবহসঙ্গীত করে তুলেছেন যেন। কত বিচিত্র বিষয় এসে পড়ে! মায়াময়তা নিয়ে আসেন তিনি। হাওরবিধৌত জনপদ সোমেশ্বরী নদী উতরাইল বাজার পাতার মাথাল বসন্ত খেলা মান্দি নাচ সজারু শেয়াল ইচ্ছে পাহাড় মাছের আড়ত সাঁকো সীমান্ত কাঁটাতার যেমন থাকে, পাশাপাশি পেন ড্রাইভে ভরে নেন কবি পাখিভোজ ও ভবের বাজারের জলছবি। সারল্য কবির সম্পদ। নিম্নবর্গীয় সমাজের একজন হওয়াতে কবি বেশ অনুভব করেন নিজভূমে পরবাসী হবার যন্ত্রণা। শোকের দিনগুলি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মায়ের ভাষার কাছেই চূড়ান্ত আশ্রয় খোঁজেন। আর ধোঁয়া ওঠা গাঁজার পাহাড়ে তিনি দেখেন খেলনা গড়িয়ে দিচ্ছেন শিকারী। সকল শোক, মনস্তাপের বাইরে এসে কবি চিরকালীন প্রেমের বন্দনাই গাইতে চাইছেন বুঝি! দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই কবি শক্তিমান; লিখতেই এসেছেন।

সুবীর সরকার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: subirsarkar25@gmail.com

১.

হাওরবিধৌত জনপদ, পিছিয়ে পড়া।
তাহলেও কি হ'বে, বেশ্যা নাচ শুরু হ'লে
কাগজের নোট হাওয়ায় উড়িয়ে
দেখায় তাদের
বাহাদুরি...

২.

বিরিশিরি, তোমাকে দেখবো, না সোমেশ্বরী?
উতরাইল বাজার থেকে একটু হাঁটলেই এমসিসি
জাঁকিয়ে বসা শীতে খুঁজি কোমল কাঁশফুল,
আর তোমার উষ্ণ হাতের
ছোঁয়া-



৩.

ফ্লেইম বক্স খালি, আগুন জ্বালাব কি দিয়ে
মনেও আগুন থাকে জানি
না, আগুন দেবো না তোমার
ঘ'রে -

৪.

বসন্ত মেলা, আসছে
দলে দলে হাসি- খুশি নারী - পুরুষ,
আমিও ভিড় ঠেলে যাই
পাতার মাথাল কিনবো
ব' লে-

সামনে চৈত্র দিন, আগুন ঝরা আউশখেত

৫.

মান্দি নৃত্যে মন গ'লে যায়
অইতো, খাড়া পাহাড়
ধোঁয়া ওঠা জুমখেত
পিঠে ঝুড়ি
অপরুপা মান্দি নারী
পানকৌড়ি মন, মানে না সীমান্ত
কাঁটা তারের বেড়া-



৬.

সানগ্লাস পরা পাহাড়, ওপারে
হেলে পড়ছে সুর্য
আকাশে ব্লুটুথ করা ভালোবাসা
খোঁজছে ঠিকানা
গদ্যপদ্য জীবন,
সঙ্গে রাখি মুঠোফোন

৭.

আঙুর ফলের কথা মুখে এলে
নিষিদ্ধ গন্ধমের কথাও মনে পড়ে

আমাদের মন নিষিদ্ধ ফলেই বারোমাস. . .

৮.

আমার ইচ্ছেবন ইচ্ছেপাহাড়
বন আমার পাহাড় আমার

‘জমি’ নয় কেন আমার-

নিজভূমে
পরবাসী

৯.

স্বপ্ন রাখার আলমারির পাশে
দগ্ধ সিঁড়ি, উপরের সিলিঙে
পুস্তক- খেকো ইঁদুর। মেধাশূণ্য বিকেলে
উঁকি দেয় জ্যাকেটের বোতামের মতো
চাঁদ

জলে ছড়ায় আলো

১০.

লজেন্সের খোসায় দুঃখ মুড়ে নিয়ে
হেঁটে যাই ধোঁয়া ওঠা গাঁজার পাহাড়ে...



১১.

বায়োস্কোপ মেলায় জেমস বন্ড, লেজার রশ্মিজাল
আরো ছোট হচ্ছে মাইক্রোচিপস
স্যাটেলাইট, থার্ড জেনারেশন

কবে, কোন জেনারেশন আকাশে
উড়বে
পাখির মতো দলবেঁধে
ডানাকাটা পানকৌড়ি-

১২.

নষ্ট মডেম, তাই কি একা লাগছে?
রঙিন বেলুন ফুলানো মেলা
এখন গ্রামে- গঞ্জে

উড়াল সাঁকোর নিচে প্রেম মেলা
জমে ওঠে অন্ধকার বাড়লে

১৩.



একগ্লাস কবিতা পড়ে নিয়ে
আমি এখন ব্যস্ত চ্যাটিঙে

মেয়েটি বলে বসল-
আমি যে বিবাহিত, ক্যান তাকে আগেই বলিনি!

১৪.

বন আগের মতো আর নেই
তবু ভাবতে পারি

কাঁটাঅলা সজারু, চতুর শেয়াল, সৌখিন খরগোশ
হাঁটছে চারপাশে

মাথার উপর চালকবিহীন
ফিঙে উড়ে. . .

১৫.

পাতে আলুর চিপস
গ্লাসে কবিতা ঢেলে
হাওরে পাখিভোজ হবে আজ

নিমন্ত্রণ রইলো



১৬.

মাছের আড়ত। সংগীতের মতো কানে
বাজে বরফ ভাঙার শব্দ;
পেন ড্রাইভে ভরে রাখা তোমার ইমেজ
দ্যাখবো আজ
মাকড়সার সুতোয় বোনা শাড়ি পরেছো
বা! কী সুন্দর. . . !



১৭.

আজকাল বাজারে সব পাওয়া যায়
মাছ স্তনিত দুধ, হরিণী চোখ
ভার্চুয়াল দুনিয়ার চরিত্র
প্রেমে পড়ে ইথারে ইথারে. . .



১৮.

ফেইসবুকে অঝোর বৃষ্টি, ছুটোছুটি
ধানবানা নারীর কোমর, তৈলচিত্র
ভেসে আসা সিগারেট কেশে
আগুন
ফটোশপে গ্রীষ্মকাল. . .



১৯.

এখনো গাছ- গাছড়া, জাদুমন্ত্র
হরর মুভি দেখে অমর হ' তে ইচ্ছে ক' রে
পরিত্যক্ত বাড়ির তান্ত্রিক পুরুষ।



২০.

থামে না পথ চ’লা,
শামুক পায়ে হেঁটে ট্রেন মিশ
ছেড়ে যাওয়া ধোঁয়া শুঁকে
ফের পথ চ’লা –



২১.

বালি ঝড়ে পথ হারালে
পরে নিও জাদুর ঘড়ি,

চাইলে ফিরিয়ে দিবে ছোট বেলা. . .



২২.

ভাষা নিয়ে আলোচনা সভা
ঘামছে আলোচক

আমার ঠোঁটেও ঘাম

ঠোঁটে ঘাম মেখে আমি ডুবে যাই
গভীর শিকড়ে

আমারো আছে মায়ের ভাষা
সংলাপ লিখি, গান- কবিতা লিখি
আপন ভাষায়. . .

২৩.

বাতাসের ধাক্কায় চুল উড়ে এলোমেলো
বিড়ির ধোঁয়া ব' লে, কেন আমি নেই
তোমাকে ছাড়া জমেনা 'মদ আড্ডা'

ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরি
খুঁজতে থাকি কী- বোর্ডের বোতাম
অন্ধকারে আঙুল চালিয়ে. . .

২৪.

কর্পোরেট বনে অজগর, শিং অলা
পা বাড়ালেই চিনা জোঁক
চিনা জোঁকের কথা মনে ভাসলেই
দলা দলা রক্ত, শোষণ

কেঁপে ওঠে বুক

২৫.

লিখে যাই রিদমলেশ পদ্য
ব্লগে পোস্ট দিতে লজ্জা ক' রে

নিজের ওয়ালে শেয়ার ক' রে চুপ থাকি

কেউ পড়বে না কিন্তু. . .



২৬.

পাখির চর ছেড়ে মহিষখলা
শামুকভাঙায় মামার বাড়ি,
ওজন স্তরের উপরে চাঁদবুড়ি-

তারার মেলা গ'লে
নিচে নামতে নামতে নামতে

পাখির হাট, ভবের
বাজার

২৭.



বিজিবি ক্যাম্প পেরুলেই
মান্দি পাহাড়।

রগ বেয়ে নামে অশ্রু স্রোত

আর, তাকেই আমরা ব' লি
পাহাড়ী ঝরনা. . .

২৮.

মেলা থেকে কেনা
পুতুলবউ আমার।
পুতুলনাচে মন চ' লে যায়

খেলনা বন্দুক হাতে শুকর শিকার
বনের কিনারে কিনারে

২৯.

বাঙাল ভিটায় অতিথি শালিক
পাহাড় ছড়া' য় তোমার স্নান
প্রজাপতি আমি, তাক ক' রি
গোপন ক্যামেরা

স্নান দৃশ্যে নির্লজ্জ মাছি. . .

৩০.

গভীর সুড়ঙে কামলগ্ন মেঘ
গাছের ঘাড়ে ঝুলা অর্কিড
নাচে

ধামাচাপা থাকা গোপন সর্ম্পক
যত দূরে যাই, ততই আসে
কাছে



৩১.

গোপনাঙ্গে ধানবানা ঢেঁকি
ডিজিটাল ভালোবাসা

বইমুখে লুকাই মুখ



৩২.

তোমার চোখে চিঠির ভাষা, পৌরাণিক
শুভ্র পায়রার ডানায় বাঁধা
নীল খাম চিঠি
তোমাকে পাঠ শেষে
বিষন্ন ভীষণ আমি



৩৩.

এখনো রক্তপায়ী তলোয়ার, তীরের
ফ'লা
নিষ্পত্র উদ্যান, মৃত শিল্পকলা
শহরে বৃষ্টি- অবরোধ, রক্তমাখা পাথর
এখনো রক্ত চাই, রক্ত চাই
চিৎকার

৩৪.

টুইটারে মাতলামি করে ফেইসবুকে ফিরি
গুগল ফ্লাশে পিনকোড
ফেলে এসে
বারান্দায় হুলুস্থুল
ঘরে ঢুকা হয় না
সারারাত. . .



৩৫.

তুমুল বৃষ্টির শব্দ
চ্যাটিং বক্সে
ভেজা কথার এসএমএস
রাতভর

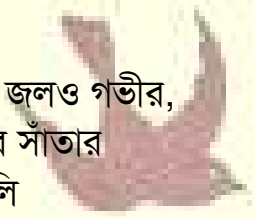
ওষ্ঠজলে ছুরির
ওঠানামা
মুঠোফোন
কাঁপে বীর্জপতন
শব্দে



৩৬.

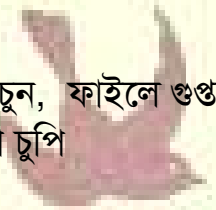
ভাবনার গভীর জ'লে ডুবে
দেখি
শোল- চিংড়ি- কচ্ছপের চিৎসাঁতার;
ভাব ওভারলোড হ' লে
কেঁপে ও'ঠে
বেইলি ব্রিজ –

৩৭.



ভাব গভীর তো জলও গভীর,
ডুবুরি খেলে ডুব সাঁতার
ঝিনুক হাঁটা বালি
ঘেঁষে. . .

৩৮.



ফোল্ডারে শামুকচুন, ফাইলে গুপ্তকীট
কাটছে আয়ু চুপি চুপি

এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে ঝড়- তুফান
আর বাঁচবে কতো. . . !

৩৯.

বাঁশ সাঁকোয় ঝুলন ঝুলে সুর্য নাচে
ও পাহাড়ি মেয়ে, আয় না কাছে



৪০.

ফটো এডিটরে তুষার ব্রাশ,
রুপোলি শিল্প আঁকবো ব' লে-
ঝোড়ো বাতাসে ছুটে আসে
তুষার ফোঁটা. . . অশ্রুকণা



৪১.

তারার মতোই দুঃখও গুণা যায় না!
আঙুল মেলে গুণতে বসে দেখি
বয়েস বেড়ে গেছে ঢের. . .



৪২.

ফুরিয়ে গেলে বসন্ত
খুঁজেছি কোকিলের গান,
জঙ্গলে ফুটা শিমুল- পলাশ

তখন কি ভেবেছিলাম,
বসন্তও ফুরিয়ে যায়-



৪৩.



মনের মধ্যে পুষি
বারো মাস বসন্ত,
এত হাঁটছি
ফুরায় না পথ তো-

৪৪.



আমিও যাযাবর
উড়াল পঙ্খি
এই আছি এই
নাই
বাতাসে সাঁতরে
ফিরে যাব
যখন যেখানে
মন চায়. . .

৪৫.

নদীর মতো খিদে বুকে,
ভাঁটবনে জ্বলে জোনাকি পিদিম।
এই আলোতেই পথ খুঁজি
ছড়ানো জোছনাকণা খুঁটে খাই
পাহাড়ের মতো খিদে বুকে.
যা পা'বো না তাই চেয়ে
কাঙাল, দুরন্ত অসীম
ভেঙে গড়ে জীবন খুঁজি-



৪৬.

রোদ করোজ্জ্বল দুপুরে
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কার পরিত্যক্ত বাড়ি
বদ্ধঘরে নেই দরোজা, জানালা
নেই সকাল, দুপুর রাত্রি
শিস দেয়া মানুষটি-

কার, বাড়িটি?

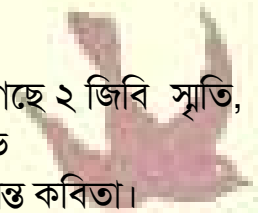
পরিত্যক্ত খাঁচায় পাখি নেই কোন আর. . .

কার, খাঁচাটি?

৪৭.

চৌকাঠ ঘুমাচ্ছে,
আমার সিগারেটে মন।
দেয়ালে কাগুজে প্রজাপতি,
উড়ছে
কাঠের এস্ট্রেতে ছায়
ভরে গেছে!
গভীর রাতেও পায়চারী ক'রে
টিকটিকি
আমার টিকটিকি হতে ইচ্ছে ক'রে-

৪৮.



মাথায় জমে গেছে ২ জিবি স্মৃতি,
নষ্ট পেন ড্রাইভ
ভাইরাস আক্রান্ত কবিতা।

গুগলে রাত্রিদিন তোমাকে খুঁজি
জংগলে জ্বলে টাওয়ারের বাতি. . .

৪৯.

নোটিফিকেশনের চাপে ঘামছে বইমুখ
এসএমএস কেউ করলো না?
আড়ালবিদ্যা ভালোই
জানা

প্লিজ, অই মুখ লুকিয়ো না

৫০.

অনটনে জীবনে
পদ্যও বুড়ো আঙুল
দেখায়



